পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
৯-১০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৫১৫০৩৯, ৭১১৮৩৪৬

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় ২৯/০৮/২০২১ তারিখ রবিবার 'নতুন ক্যাম্পাস কতদূর' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনের প্রকাশিত তথ্য সমূহের প্রতিবাদ এবং সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন" প্রকল্পের দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ এবং ৫৪১ কোটি টাকা হিসাবের গড়মিলের বিষয়টি সঠিক নয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গত ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে মোট টাকা ৮৯৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ছাড় হয়েছে। যার মধ্যে মূলধন খাতের টাকা ৮৯৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৩২.৫০ তাৎক্ষনিক ভাবে জমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর একটি মাত্র চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। অব্যয়িত টাকা ৪,২১,০০০/- (চার লক্ষ একুশ হাজার) চেকের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়। জমি অধিগ্রহণের আর্থিক দায় দেনা পরিশোধের সম্পূর্ণ এখতিয়ার জেলা প্রশাসকের। এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। পরবর্তীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫/০২/২০২১ তারিখে টাকা ১৫,০০,০০,০০০/- (পনের কোটি) ছাড় করা হয় যা কোভিড জনিত কারনে খরচ করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় গত ২৮/০৬/২০২১ তারিখে উক্ত টাকা ১৫,০০,০০,০০০/- (পনের কোটি) সরকারী কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট মাত্র টাকা ৯১৪,৮৫,০০,০০০/- (নয়শত চৌদ্দ কোটি পঁচাশি লক্ষ) ছাড় হয়েছে যার মধ্যে টাকা ৮৯৯,৮০,৪৯,৮৩২.৫০ (আটশত নিরানব্বই কোটি আশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) খরচ হয়েছে এবং টাকা অব্যয়িত ১৫,০৪,২১,০০০/- (পনের কোটি চার লক্ষ একুশ হাজার) সরকারী কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সুতারাং প্রকল্পে দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ এবং ৫৪১ কোটি টাকা হিসাবের গড়মিলের বিষয়টি ভিত্তিহীন এবং অসত্য।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ সত্য নয়। পিপিআর বিধি অনুসরণ পূর্বক পরামর্শক প্রতিষ্টান নিয়োগের জন্য EoI আহবান করা হয়। যেখানে ১৮ প্রতিষ্ঠান আগ্রহ ব্যক্ত করে। আগ্রহ ব্যক্ত কারী ১৮ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথমিক ভাবে ৫ টি প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করা হয়। উক্ত ৫ টি প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রস্তাব আহবান করা হলে তিনটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে। কারিগরী মূল্যায়নে সর্বোচ্চ স্কোর করে আরবানা, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত হয় সৃজনী উপদেষ্টা লিঃ, কারিগরি মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রেজেন্টেশনে অনুপস্থিত থেকেও ৩য় সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত হয় DDC। আর্থিক মূল্যায়নে সৃজনী উপদেষ্টা লিঃ টাকা ৪,০৮,৫১,৬৭৬/- (চার কোটি আট লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর), আরবানা টাকা ২৫,৪১,২৫,০০০/- (পঁচিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) এবং DDC টাকা ১৭,৫০,০০,০০০/- (সতের কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) প্রস্তাব করে। কারিগরী ও আর্থিক সমন্বিত মূল্যায়নে সৃজনী উপদেষ্টা লিঃ প্রথম স্থান অধিকার করে, আরবানা ২য় স্থান অধিকার করে এবং DDC ৩য় স্থান অধিকার করে। কারিগরি ও আর্থিক সমন্বিত মূল্যায়নে সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত সৃজনী উপদেষ্টা লিঃ কোভিড জনিত কারণে উক্ত কাজ করতে পত্রের মাধ্যমে অপারগতা প্রকাশ করে নিজেদেরকে উক্ত প্রক্রিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত আরবানাকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়।

উক্ত সুপারিশ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেনি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কোন বড় ধরনের অনিয়মের কথা উল্লেখ করেনি, কিন্তু প্রক্রিয়াগত ব্যত্যয় হিসাবে আরবানার সাথে চুক্তিমূল্যের বিষয়ে নেগোসিয়েশন করা এবং প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির পূর্বানোমোদনের জন্য ক্রয় প্রক্রিয়ায়ার PPR বিধির ব্যত্যয় হয়েছে উল্লেখ করে ক্রয় প্রস্তাবটি পুনরায় প্রক্রিয়াকরণের নির্দেশ প্রদান করে। মাস্টার প্ল্যানের জন্য পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত পুন প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে।

ইতোমধ্যে সীমানা প্রচীর নির্মাণের দরপত্র অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। ডিপিপিভূক্ত অন্যান্য অঙ্গের কাজ শুরু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
৯-১০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৫১৫০৩৯, ৭১১৮৩৪৬

প্রকল্পটি ০৯/১০/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়, ২৭/১১/২০১৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং গত ২৩/০১/২০২১ তারিখে প্রকল্পের ১৮৮.৬ একর জমি হস্তান্তর করা হয়। প্রকল্প শুরুর কিছুদিন পর থেকেই বৈশ্বিক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। কোভিডের কারণে সবকিছু স্থবির হয়ে যায়। এ মহামারীর মধ্যেও অধিগ্রহণকৃত জমি হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। জমি অধিগ্রহণের পর প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং অন্যান্য অংঙ্গের কাজ শুরু করতে হবে বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রম বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়। সুতারাং প্রকল্পটির পাঁচ বছরে শুধু জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে বক্তব্যটি সঠিক নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পূর্বেই আরবানার মাধ্যমে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করিয়ে নেয়ার অভিযোগ সত্য নয়। এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত হয়নি। এ সংক্রান্ত পরামর্শক নিয়োগ পুণ প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭/০৮/২৩

(প্রকৌশলী মোঃ সাহাদাত হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প